তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৩

**বাঙালির শক্তির নাম বাংলা ভাষা**

**--- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাঙালির শক্তির নাম বাংলা ভাষা। ভাষার জন্য লড়াই করে আমরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় প্রতিষ্ঠা, এ ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বাংলা ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নজির বিশ্বে আর নাই। মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর আপসহীন সংগ্রামের ফসল এই বাংলাদেশ।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মগবাজারে বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন’ বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান।

মন্ত্রী বলেন, বাঙালির রক্ত, মেধা ও মননে এবং মায়ের মুখের সাথে মিশে আছে বাংলা ভাষা। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র বাংলা ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র। পৃথিবীর ৩৫ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। একাত্তরের আগে এ ভূখণ্ড পাকিস্তানি, ইংরেজ, মোগল এবং এরও আগে বাইরের শক্তি শাসন করেছে। তারা প্রত্যেকেই তাদের ভাষা চাপানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উচ্চতর শিক্ষায় এবং উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রবেশাধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। পৃথিবীতে বাঙালির পরিচয় সুদৃঢ় করছে বাংলা ভাষা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। বাংলা পৃথিবীর মধুরতম এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। পৃথিবীর অনেক ভাষা নিজেদের হরফ বাদ দিয়ে বিদেশি হরফ দিয়ে মাতৃভাষা চর্চা করতে গিয়ে নিজস্ব ভাষার আসল রূপ হারিয়েছে, নিজ ভাষাকে বিকৃত করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। তিনি বলেন, ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলা লেখার সীমাবদ্ধতা নেই। তবে ভাষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যন্ত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু অপটিমা মুনির টাইপ রাইটার প্রবর্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় যন্ত্রে বাংলা লেখার অভিযাত্রা শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

এর আগে মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের নেতৃত্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মন্ত্রী।

পরে মন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডীর সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে প্রথম আলো আয়োজিত বর্ণমেলা পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী এ সময় মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে ভাষাপ্রযুক্তিসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন করার আহ্বান জানান।

#

শেফায়েত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯২

**জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি সময়ের দাবি**

**--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে, এখন ৩৫ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি।

সচিব আজ ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে ‘২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সচিব বলেন, বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা, এর সৌন্দর্য ও সৌকর্য অবারিত। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ের জন্য রক্ত ঝরেছে এবং এ রক্তা ঝরা একটি জাতিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু বকর সিদ্দিক, মোশাররফ হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সৈয়দ মামুনুল আলম ও দিলীপ বণিক প্রমুখ।

#

তুহিন/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯১

**পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে**

**--- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সে ধরনেরই একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যেখানে এ তিনটি বিষয়ের সুষম সমন্বয় ঘটেছে। সুপরিসর ক্যাম্পাস, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, মানসম্পন্ন পাঠদান, সহশিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি সঠিক ব্যবস্থাপনা কলেজটিকে রাজধানীর অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বটতলা প্রাঙ্গণে কলেজের ‘বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩’ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, পিএসসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ সৈয়দা নুরুন নাহার। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ‘বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩’ এর আহ্বায়ক ও কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবেরা সুলতানা।

কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ বলেন, সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও পরিস্ফুটন ঘটায়। সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিমনস্ক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে বিজয়ী হাউসের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কলেজের সাতটি হাউসের শিক্ষার্থীরা কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, গল্প বলা, দলীয় অভিনয়, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, আধুনিক সংগীত, পল্লীগীতি, সমকালীন সংগীত, দেয়াল পত্রিকা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। জুনিয়র শাখায় ৩টি হাউসের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জয়নুল আবেদিন হাউস এবং রানার আপ হয়েছে কুদরত-ই-খুদা হাউস। সিনিয়র শাখায় ৪টি হাউসের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে নজরুল ইসলাম হাউস এবং রানার আপ হয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস।

#

ফয়সল/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৬৯০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৮৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৭৬১ জন।

**#**

সুলতানা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৯

**বাংলাদেশ, ভাষা শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে এ কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল।

তিনি বলেন, যারা মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ করে না, মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানায় না, যারা মাতৃভাষাকে রাজনৈতিক স্বার্থ হিসেবে ব‍্যবহার করে তারাই আজকে শহিদ মিনারে আসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তারা বর্ণচোরা। তাদের শ্রদ্ধা এই জায়গায় নয়, তাদের শ্রদ্ধা অন‍্য জায়গায়।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতিকে একটি সংগ্রামী জাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং অগ্রসরমান জাতি হিসেবে তিনি রূপরেখা দিয়েছিলেন। আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় গেছি। ভাষার জন‍্য যারা জীবন দিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন এবং যারা এখনো বেঁচে আছেন তাঁরা গর্ব করে বলতে পারেন তাঁদের সংগ্রামের চেতনা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী তাঁদের সংগ্রামের কথা জানতে পারছে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বাবলম্বী দেশ। আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছি সেই পাকিস্তানের অবস্থা কি? পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছে ‘পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে’। এ দেউলিয়া হওয়ার মধ‍্য দিয়ে প্রমাণ করে আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে এবং ভাষার জন‍্য যে রক্ত দিয়েছি সে রক্ত বৃথা যায়নি। সে রক্ত আজকে সত‍্য প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার হাতে আছে বলেই বাংলাদেশ, ভাষা শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ হবে। বিরল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. আফছানা কাওসার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অন‍্যান‍্যরে মধ‍্যে বিরল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম‍্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, বিরল পৌরসভার মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগর ও বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে একুশের প্রথম প্রহরে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৮

**ভাষা শহিদদের প্রতি পার্বত্য মন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

বান্দরবান, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

যথাযোগ্য মর্যাদায় বান্দরবান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আজ রাত ১২.০১ মিনিটে ফুল ও ভালবাসায় সিক্তকরণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পার্বত্য [চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।](http://www.chittagong.gov.bd/)

মন্ত্রী বীর বাহাদুর তদানিন্তন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে নিহত শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। ভোরে প্রভাতফেরির র‌্যালির মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস   
উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রভাতফেরিতে অংশ নেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার মো.তারিকুল ইসলাম, পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, বান্দরবান পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া বান্দরবানের সিভিল সার্জন কার্যালয়, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে জনতার ঢল নামে শহিদ মিনার এলাকায়। সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ‌‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি’।

#

রেজুয়ান/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৭

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত আসতে পারে। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ছিলো জাতির পিতার অপরিসীম দরদ ও শ্রদ্ধাবোধ। বাংলাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন হৃদয়ের গভীরতম ভালোবাসায়। আর সে কারণেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি সম্মুখে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর ডাকা ধর্মঘটে তিনি গ্রেপ্তার হন। তিনিই ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের প্রথম রাজবন্দি। পরবর্তীতে কারাগারে থেকেও তিনি এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অনেক ভাষা শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কানাডা প্রবাসী দুই বাঙালি রফিক ও সালামের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

উত্তরায়ণ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বিশিষ্ট শিল্পী লিলি ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রিয়াংকা হালদার শিখা।

প্রতিমন্ত্রী পরে উত্তরায়ণ একাডেমি আয়োজিত চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

ফয়সল/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৬

**ভাষা-কৃষ্টির শত্রু লালনকারীদের প্রতিহত করার শপথ আজ**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আঘাতকারীদেরকে যারা লালন-পালন করে বিরুদ্ধ ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাদের প্রতিহত করাই আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারির শপথ।

মন্ত্রী আজ একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ড. হাছান বলেন, '১৯৫২ সালের এই দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ পূর্বসূরিরা জীবন দিয়ে আমাদের ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু সেখান থেকে। সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হেনেছিল। দু:খজনক হলেও সত্য, আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর যারা আঘাত হেনেছিল, তাদের ভাবধারা ধারণকারীরা আজ স্বাধীনতার ৫১ বছর পরও বাংলাদেশে রাজনীতি করে।'

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের ভাষা-কৃষ্টিতে যারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না বরং পাকিস্তানি ভাবধারায় বিশ্বাসী, সেই বিএনপি স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে রাজনীতি করে। সে কারণেই স্বাধীনতার পরও আমাদের ভাষা-সংস্কৃতির ওপর বারবার যে আঘাত এসেছে, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বিএনপি ও তার নেতৃত্ব। এদের প্রতিহত করাই আজকের শপথ।'

#

আকরাম/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা